এন ই সি-এর সদস্য প্রফেসর গঙ্গমুমেই কামেই-এর প্রয়াণে ড: জিতেন্দ্র সিং-এর শোক প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভেন্সেস, পেনশন্স, পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ (এন ই সি)-এর সদস্য প্রফেসর গঙ্গমুমেই কামেই-এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার মণিপুরের ইম্ফলে প্রফেসর গঙ্গমুমেই কামেই প্রয়াত হন। তাঁর সম্মানে শিলং-এর এন ই সি সচিবালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ড: জিতেন্দ্র সিং তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি প্রফেসর গঙ্গমুমেই কামেই-এর অবদানের জন্য তাঁকে চিরকাল স্মরণ করা হবে। মন্ত্রী বলেন যে তাঁকে শুধু একজন প্রফেসর হিসেবেই স্মরণ করা হবে না, উপরন্তু তাঁকে তাঁর বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক ইতিহাস এবং মণিপুরের ইতিহাসের জন্যও একজন লেখক ও ঐতিহাসিক হিসেবে স্মরণ করা হবে। ড: সিং আরও বলেন, তিনি এই অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখে গিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন যে অধ্যাপক কামেইয়ের প্রয়াণ আমাদের জন্য এক শূণ্যতা রেখে গিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি তিনি যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা আমাদের আগামী দিনগুলিতেও অনুপ্রাণিত করবে।

প্রফেসর কামেই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্টোরি অ্যাসোসিয়েশন (এন ই আই এইচ এ)-এর ১৯৮৬-র কোহিমা অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মণিপুর হিস্টোরি সোসাইটি-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেন্টার ফর মণিপুরি স্টাডিজ এন্ড ট্রাইবেল রিসার্চ"-এর কো-অর্ডিনেটর ছিলেন এবং এই ক্ষমতার আওতায় তিনি বিপুল সংখ্যক গবেষণা প্রকল্পের কাজে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বহু সংখ্যক গবেষণাপত্র ও বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রধানতম প্রকাশনাগুলি হল: এ হিস্টোরি অব মডার্ন মণিপুর (১৮২৬-২০০০), এ হিস্টোরি অব মণিপুর: প্রি-কলোনিয়াল পিরিয়ড, অন হিস্টোরি এন্ড হিস্টোরিওগ্রাফি অব মণিপুর, হিস্টোরি

অব জেলিআংরং নাগাস: ফ্রম মাখেল টু রাণি গাইদিনলিউ, এথনিসিটি এন্ড সোস্যাল চেঞ্জ (এন আন্থোলজি অব এসেস) এবং লেকচারস্ অন হিস্টোরি অব মণিপুর।

১৯৩৯-এর ২১ অক্টোবর মণিপুরের ইম্ফলে প্রফেসর কামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যানথ্রোপলিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-এর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য (১৯৮৪-৮৭)। তিনি ট্রাইবেল স্টাডিজের বিষয়ে আই সি এস এস আর প্যানেলের সদস্য ছিলেন। ২০১০-এ তিনি ইতিহাস ও উপজাতি সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের জন্য মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ-এর দ্বারা প্ল্যাটিনাম জুবিলি সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত হন। এছাড়াও তিনি সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-এর ন্যাশনাল ফেলোশিপ (২০১০-২০১২) অর্জন করেন।